৪. তবে এই প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে কথা বলতে প্রথম ভূমিকা নেয়—ফুসফুস। ফুসফুসই প্রথম বায়ু টেনে নেয় ও বায়ু বের করে দেয়; আর সেই বায়ুই ওষ্ঠ জিভ দাঁত তালু প্রভৃতির সাহায্যে ধ্বনি বা বাক্ বা কথা সৃষ্টি করে। তাই অনেকে ফুসফুসকে বাগযন্ত্রের প্রথম অপরিহার্য অঙ্গ বলেন॥

২. ধ্বনি (Sound)[১]

(ক) ধ্বনি ঃ সংজ্ঞা ও উদাহরণ

ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো 'ধ্বনি'। **মানুষ স্বেচ্ছায় তার বাগযন্ত্র থেকে বায়ুস্তরে শোনার মতো যে-স্পন্দন তোলে, তাকে 'ধ্বনি' বলে।**

যেমন ঃ অ আ ই ঈ, ক্ খ্ গ্, শ্ হ্—এদের উচ্চারণটুকুই ধ্বনি।

(খ) ধ্বনির বৈশিষ্ট্য

১। ধ্বনি একমাত্র মানুষেরই কণ্ঠজাত।

২। পশুপাখির ডাক বা পদার্থের ওপর আঘাতে সৃষ্ট কোনো আওয়াজ ধ্বনি নয়।

৩। ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য—তা কানে শোনাযায়।

৪। ধ্বনি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়—অর্থাৎ ধ্বনি দেখাযায় না। তাই ধ্বনি রূপহীন। তার কোনো চেহারা নেই—প্রতীক নেই।

৫। ধ্বনিকে রূপ দিলেই তার নাম হবে 'বর্ণ'। সুতরাং যা শোনার বিষয় তার নাম 'ধ্বনি'—আর সেই ধ্বনি যদি চোখে দেখার বিষয় হয়, তবে তার নাম হবে 'বর্ণ'। বর্ণ হলো ধ্বনির প্রতীক। তাই ধ্বনি ও বর্ণ—একই জিনিস। যেমন—'অ' বললে যা শুনি—তা-ই হলো 'ধ্বনি'। আর 'অ' লিখলে যা-দেখি তা-ই হলো বর্ণ।

৬। ধ্বনি হলো ভাষার সবচেয়ে ছোট উপাদান। অনেক ধ্বনি মিলে শব্দ—অনেক শব্দ মিলে বাক্য। অনেক বাক্য মিলে ভাষা। ধ্বনি > শব্দ > বাক্য > ভাষা॥

৩. ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

ধ্বনি দু প্রকার—স্বরধ্বনি (স্বরবর্ণ) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (ব্যঞ্জনবর্ণ)॥

৪. বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি নির্ণয়

(ক) স্বরধ্বনি (Vowel)

যে ধ্বনি মানুষের বাগযন্ত্র থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাকে 'স্বরধ্বনি' বলে।

১. বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য—'বাংলাছন্দ ঃ রূপ ও রীতি' (৭ম সং, 'সন্দীপ' ১৯৯৭)—ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা। পৃঃ ১২ - ১৪.

পৃথিবীর সব ভাষাতেই স্বরধ্বনি আছে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনি ছিল ১৩টি।[১] আমাদের প্রচলিত জ্ঞানে বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি আছে ১১টি। সেগুলি হলো ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। সংস্কৃতের ৯, দীর্ঘ ৯, ৠ (দীর্ঘ ঋ) বাংলায় নেই। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার ঐ ১১ টি স্বরধ্বনিই পৃথক পৃথক মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করে নি। ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার স্বরধ্বনি হলো ৯ টি ঃ অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ঐ, ও, ঔ, অ্যা।

তবে এই 'অ্যা'কে অনেকে স্বীকার করেন না। আবার ঐ, ঔ-এর মতো যৌগিক স্বরধ্বনিও বাংলায় অন্ততঃ ২৫টি আছে।

(খ) স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ

স্বরধ্বনি

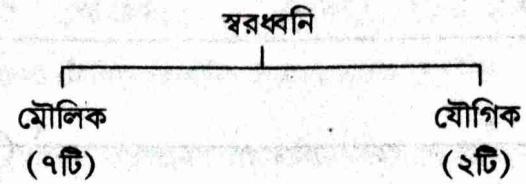

মৌলিক (৭টি) — যৌগিক (২টি)

ভাষাবিজ্ঞানে স্বরধ্বনি দু প্রকার ঃ (১) মৌলিক (২) যৌগিক।

(১) মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowel)

☐ সংজ্ঞা

যে স্বরধ্বনি গুলি একক ও অবিভাজ্য, তাদের মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই মৌলিক স্বরধ্বনি আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত আটটিকে সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনি বলেছেন ঃ

ই (i), এ (e), এ্য (Є), অ্যা (*a*), আ (*L*), অ (a), ও (o), উ (U)।

তবে সব ভাষাতেই এই ৮টি স্বরধ্বনিই ব্যবহৃত হয় না। কমবেশী ব্যবহার হচ্ছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—এগুলি হলো সব ভাষার স্বরধ্বনি চিনবার মান বা নিদর্শন (Standard) অর্থাৎ এই ৮টি মৌলিক স্বরধ্বনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে—সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনি ছিলো ১৩টি। তন্মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানে মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ৬টি ঃ অ, আ ই, উ, এ, ও। কিন্তু বাংলাভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে ৭টি ঃ

অ ( ), আ (*L*), ই (ঈ) (i), উ (ঊ) (U), এ (e), ও (O), অ্যা (*a*)।

ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চারণ-নিরিখে এগুলি সাজানো হয়েছে ঃ

ই (ঈ) (j), এ (e), অ্যা (*a*), আ (*L*), অ ( ), ও (O), উ (U)।

☐ সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান

ডঃ সুকুমার সেন বলেন, মুখবিবরের আয়তনের উপরেই স্বরধ্বনির প্রকাশ নির্ভর করে। আয়তনের পরিবর্তনের সাহায্যেই স্বরধ্বনির প্রকারভেদ ঘটে থাকে। মুখবিবরের আয়তন

১. সংস্কৃতের স্বরধ্বনি = ১৩টি—অ (a), আ (a :), ই (i), ঈ (i :); উ (u) ঊ (u :), ঋ (r), ৠ (r :), ৯ (l) এ (e :), ঐ (a : i) ও (o :) ঔ (a : u)।

নিম্নে এগুলির উচ্চারণস্থান প্রদর্শিত হলো :

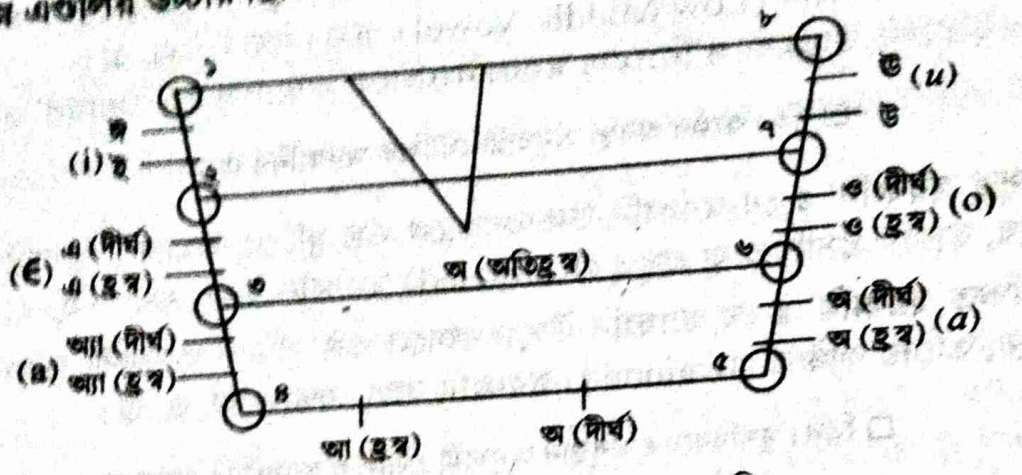

বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থানের রেখাচিত্র

□ সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ—উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে

	সম্মুখ স্বরধ্বনি	কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	পশ্চাদ স্বরধ্বনি	
উচ্চাবস্থিত	ই		উ	সংবৃত স্বরধ্বনি
উচ্চমধ্য	এ		ও	অর্ধ সংবৃত
নিম্নমধ্য	এ্যা	আ	অ	অর্ধবিবৃত
নিম্নাবস্থিত	অ্যা		(আ)	বিবৃত

সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে তিন শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় :

□ এক। (ক) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী প্রথম প্রকার নামকরণ

১। **'সম্মুখ স্বরধ্বনি'** : যে-স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা সাধারণত সামনের দিকে এগিয়ে আসে, তাদের সম্মুখ স্বরধ্বনি (Fornt Vowel) বলে। যথা—ই, এ, এ্য, অ্যা।

২। **'পশ্চাৎ স্বরধ্বনি'** : যে-স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা সাধারণত পেছনের দিকে যেতে থাকে, তাদের পশ্চাদ স্বরধ্বনি (Back Vowel) বলে। যথা—অ, ও, উ।

৩। **'কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি'**: সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির মাঝে জিহ্বা রেখে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (Central Vowel) বলে। যথা—আ।

(খ) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকার নামকরণ

১॥ **'উচ্চ স্বরধ্বনি'** : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তাদের উচ্চাবস্থিত বা উচ্চস্বরধ্বনি (High Vowel) বলে। যথা—ই, উ।

২॥ **'নিম্ন স্বরধ্বনি'** : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নাবস্থিত বা নিম্নস্বরধ্বনি (Low Vowel) বলে। যথা—অ্যা, আ।

৩॥ **'উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি'** : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা উচ্চে অবস্থান করে, তাদের উচ্চ-মধ্য-স্বরধ্বনি (High Middle Vowel) বলে। যথা— এ, ও।

৪ ॥ **'নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা নিম্নে অবস্থান করে তাদের নিম্ন-মধ্য-স্বরধ্বনি (Low Middle Vowel) বলে। যথা— এ্য, অ।

—উল্লিখিত উচ্চমধ্য ও নিম্নমধ্য স্বরধ্বনিগুলিকে সাধারণভাবে 'মধ্যস্বর' বলা হয়।

☐ দুই। ওষ্ঠের অবস্থা অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

(১) **'প্রসৃত স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী প্রসারিত করতে হয়, তাদের প্রসারিত বা প্রসৃত (Retracted) স্বরধ্বনি বলে। যথা—ই, এ, এ্য, অ্যা।

(২) **'কুঞ্চিত স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী কুঞ্চিত করতে হয়, তাদের কুঞ্চিত (Rounded) স্বরধ্বনি বলে। যথা—অ, ও, উ।

☐ তিন। মুখবিবরের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

১. **'সংবৃত স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে কম থাকে, তাদের সংবৃত (Closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা—ই, উ।

২. **'বিবৃত স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে বেশী হয়, তাদের বিবৃত (Opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা—আ, অ্যা।

৩. **'অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি'** ঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা সংবৃত থাকে, তাদের অর্ধসংবৃত (Half-closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা—এ, ও।

৪. **'অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি'** ঃ যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা বিবৃত (প্রসারিত) থাকে, তাদের অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি বলে। যথা অ, এ্য ॥

(২) যৌগিক স্বরধ্বনি (Diphthong) ঃ 'সন্ধ্যক্ষর'/'দ্বিস্বর'

☐ ১. যৌগিক স্বরধ্বনি ঃ সংজ্ঞা

ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। এর একাধিক নাম আছে—মিশ্র স্বরধ্বনি, দ্বিস্বরধ্বনি, সন্ধিস্বর, সন্ধ্যক্ষর ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যৌগিকস্বর প্রধানভাবে ২টি—

ঐ = (অ + ই)। ঔ = (অ + উ)।

—এই ২টি বাংলা বর্ণমালায় রক্ষিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই রূপ ২৫টি যৌগিকস্বরের উল্লেখ করেছেন—যেগুলি (১) বর্ণমালায় প্রদর্শিত হয় নি, (২) যেগুলির ঐ, ঔ এর মতো পৃথক কোনো প্রতীক বা বর্ণ নেই, (৩) যেগুলিকে পাশাপাশি লিখে বা য়-কারের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়।

এগুলি হলো ঃ

অও,	অয়,	অআ	
আই	আয়	আউ	আউ
ইয়ে	ইয়া	ইয়ো	ইউ
উই	উয়ে	উয়া	উয়ো
এই	এয়া	এয়ো	এউ
অ্যায়	অ্যাও		
ওই	ওয়	ওয়া	ওউ।